দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

ফুলছড়ির মুদি দোকানে ডিগ্রী পরীক্ষার খাতা

রেল কর্তৃপক্ষের অবহেলা

গাইবান্ধা, ৫ই সেপ্টেম্বর (জেলা বার্তা পরিবেশক)।–জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রিত ডিগ্রী পরীক্ষার খাতা গাইবান্ধার ফুলছড়িতে সেরদরে বিক্রির একটি ঘটনা ধরা পড়েছে। খবর পেয়ে বোনারপাড়া রেলওয়ে থানার পুলিশ এসব খাতা মুদির দোকান থেকে উদ্ধার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গাজীপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ন্ত্রিত রংপুর কেন্দ্রের ডিগ্রী (সম্মান) সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার ভৌত রসায়ন ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের খাতাসমূহ গত ১৭–৮–৯৩ইং তারিখে রেলওয়ের পার্সেল বুকে রংপুর থেকে পাঠানো হয়েছিল (যার চালান নং ২৭৭৫০৬)। কিন্তু রংপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে পাঠানো এই পার্সেলটি সময়মত নামিয়ে না নেয়ার কারণে তা সঠিক গন্তব্যস্থলে না পৌছে ফুলছড়ি থানার তিস্তামুখ ফেরিঘাটেই কর্তৃপক্ষের অযত্নে অবহেলায় পড়ে থাকে। গত ১৮–৮–৯৩ তারিখে ভোরবেলায় ভরতখালী হাই স্কুলের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র মোঃ আনারুল ইসলাম (১৩) তিস্তামুখ ফেরিঘাটে বেড়াতে গিয়ে ওইসব পরীক্ষার খাতা যাত্রীবাহি ট্রেনের একটি কক্ষে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখে খাতার বান্ডিলটি কুড়িয়ে এনে তা ভরতখালী বাজারের মুদি দোকানে সেরদরে বিক্রি করে। মুদি ব্যবসায়ী হোসেন আলী মাত্র ৬ টাকা সেরদরে এই খাতাগুলো ক্রয় করে নেয়ার সুযোগ পায়। ওই দোকানে এই সব খাতার কিছু কাগজ বিভিন্ন সওদা কেনা–বেচার কাজে ব্যবহৃত হওয়ার দু'দিন পর দোকানদারের কলেজে পড়ুয়া নাতী সবুজরে চোখে তা ধরা পড়ে এবং ডিগ্রী পরীক্ষার খাতা হিসেবে সনাক্ত করে। প্যাকেটে ছিল ১শ' ৬৯টি খাতা।

পরবর্তীতে এ খবর স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে বোনারপাড়া রেলওয়ে থানায় পৌছে। তখন পুলিশ এসে খাতাগুলো মুদি ব্যবসায়ী হোসেন আলীর দোকান থেকে উদ্ধার করে। তদন্তকালে দেখা যায়, ওইসব খাতা চলতি সালে অনুষ্ঠিত রংপুর কেন্দ্রের ডিগ্রী (সম্মান) সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার ভৌত রসায়ন ও হিসাব বিজ্ঞানের ছিল। উদ্ধারকারী পুলিশ এ সব খাতা গাজীপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে ঢাকায় পাঠানোর কথা স্বীকার করলেও কর্তব্যে অবহেলার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এখনও কোন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়নি।

রেলওয়ের একটি স্থানীয় সূত্র অবশ্য স্বীকার করেন এ ব্যাপারে বিভাগীয় তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে দু'ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভাগীয় অভিযোগ আনা হয়েছে।